আল্লাহর দুয়ারে ধরণা

অধ্যাপক গোলাম আযম

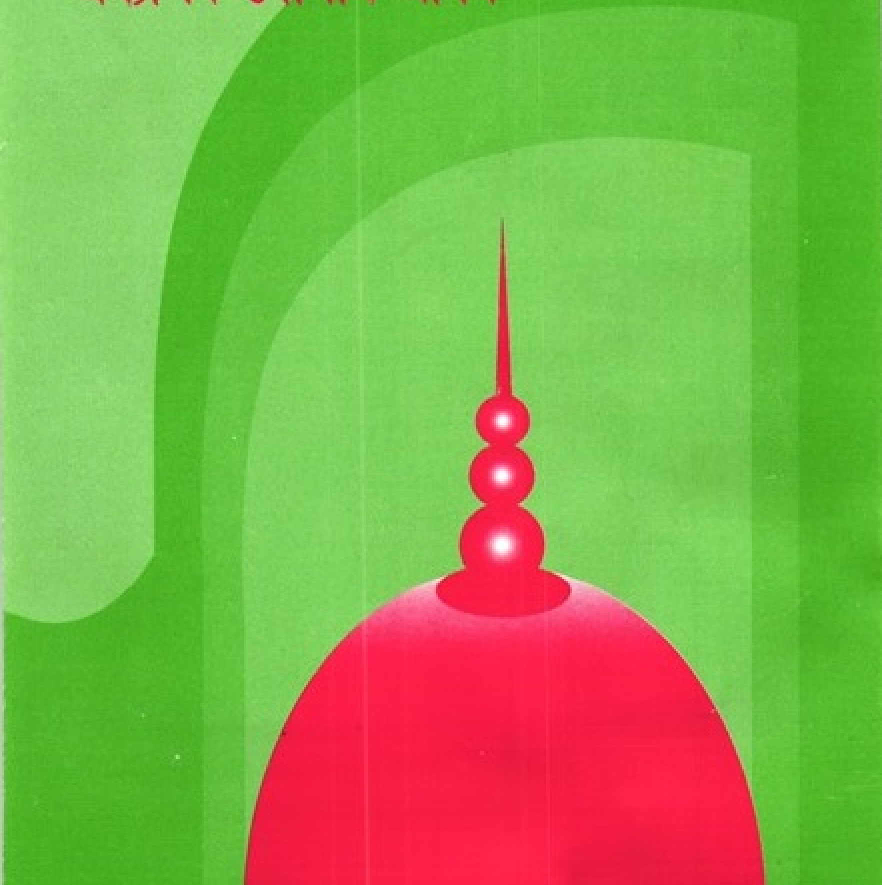

আল্লাহর দুয়ারে ধরণা

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের শক্তির উৎস

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৮৬

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৩
১৮শ প্রকাশ

জিলহজ	১৪৩৫
আশ্বিন	১৪২১
সেপ্টেম্বর	২০১৪

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ALLAHAR DUARE DHARNA by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 25.00 Only.

প্রসংগ কথা

ধরণা মানে নাছোড় বান্দা হয়ে আবদার জানাতে থাকা। অভিধানে ধরণা অর্থ করা হয়েছে 'কারো দুয়ারে অনশনে পড়ে থেকে দাবী আদায়ের চেষ্টা'। এতে বিদ্রোহ নেই, আত্মসমর্পণের মনোভাবই প্রকাশ পায়। চাপ সৃষ্টি করে নয়, স্নেহ-অধিকার প্রয়োগ করে বাসনা পূরণের চেষ্টা। শিশু মায়ের কাছে যে বায়না ধরে এর সাথে আল্লাহর কাছে ধরণার তুলনা করা যায়। মায়ের তো সব আবদার পূরণের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহর সে দুর্বলতা নেই বলে তাঁর দুয়ারে ধরণা দিতে অবহেলা করা বোকামী।

আল্লাহর কাছে ধরণা দেবার মতো সম্পর্ক সৃষ্টি না করলে প্রাণবন্ত ধরণা হতে পারে না। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ থেকে ঐ সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিবেদিত হলেই তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য ধরণা দেবার মতো সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

যে নিজের জীবনকে ইকামাতে দ্বীনের জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদে লিপ্ত তার জন্য তো ধরণা দেবার জায়গা একটাই। আর সব শক্তি ও আশ্রয় থেকে মুখ ফিরাতে পারলেই আল্লাহর দুয়ারে ধরণা দেবার যোগ্যতা লাভ করা যায়। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তবু তার কোন পরওয়া হয় না। সে যে আসল শক্তির নাগাল পেয়ে গেছে। তাঁকে ছাড়া সে কাউকে ভয় পায় না। তাঁর চেয়ে বেশী সে কাউকে ভালবাসে না।

এ মনোভাব যার নেই ইসলামী আন্দোলনের কঠিন পথে সে কেমন করে টিকবে ? সকল বাতিল শক্তির মুকাবিলায় এ পথে মযবুত হয়ে এগিয়ে চলার সাধ্য শুধু তারই হতে পারে যে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্য লালায়িত। মনের এ অবস্থা যার সে সব কিছুর জন্য শুধু আল্লাহর দুয়ারেই ধরণা দেয়। সেখান থেকেই সে শক্তি সংগ্রহ করে। ঐ অফুরন্ত শক্তির উৎসের নাগাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাথে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন সে জন্যও মনিবের দুয়ারেই ধরণা দিতে হয়।

আল্লার দুয়ারে ধরণা দেবার জন্য কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব দোয়া বাছাই করেছি এর সহজ বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও বেশ সমস্যা বোধ করেছি। তাই শাব্দিক অনুবাদের বদলে ভাবটুকু সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। বিশেষ করে হাদীসের দোয়ার অনুবাদ কোথাও

পাইনি বলে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। হয়তো সঠিক ভাব প্রকাশ পায়নি কোন কোন জায়গায়। কোথাও আবার ভুল হয়েও থাকতে পারে। তাই ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাদের নযরে কোন ভুল ধরা পড়ে তারা দয়া করে লিখে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। সংশোধনী পরামর্শ পাওয়ার আশায় আমার ডাক-ঠিকানা দিলাম। (গোলাম আযম, ১১৯/২ কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭)।

আশা করি সকলেই, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ এ সংকলন থেকে উপকৃত হবেন এবং দোয়া করার সময় আমার কথাও মনে রাখবেন।

গোলাম আযম
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১৭/১১/১৯৯২

বইটির নাম পরিবর্তন

এ বইটির নাম ছিল "আল্লাহর দরবারে ধরণা"। দরবার শব্দ দ্বারা রাজা-বাদশাহদের পরিষদ বুঝায়। তাই এ শব্দটি আল্লাহর সাথে মোটেই মানায় না। কারো কাছে ধরণা দিতে হলে তার দুয়ারেই যেতে হয়। তাই "আল্লাহর দুয়ারে ধরণা" নামটিই মানানসই।

কৃতজ্ঞতা

সকল পাঠক-পাঠিকার সুবিধার উদ্দেশ্যে দোয়াগুলোতে বিশুদ্ধভাবে হরকত (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) বসাবার সময়সাপেক্ষ দায়িত্ব ঢাকার মতিঝিলস্থ মাদ্রাসা মিসবাহুল উলুমের সুযোগ্য অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম অতি নিষ্ঠা ও নিপুণতার সাথে পালন করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তার মতো একজন মোহাক্কিক ও বিজ্ঞ আলেম এই বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে কোথাও কোথাও সংশোধনের পরামর্শ দেয়ায় আমি আরও এতমিনান বোধ করছি। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এর জাযা দান করুন।

গোলাম আযম
১৫ আগষ্ট ১৯৯৩

সূচীপত্র

দায়িত্বশীল কারা ?	৭
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও দোয়া	৭
দোয়া সংগ্রহ	৮
দোয়া সম্পর্কে জরুরী কথা	১০
দোয়া প্রার্থীর মানসিক অবস্থা	১৩
দোয়ার সমাহার	১৫
তাহাজ্জুদের গুরুত্ব	১৫
শেষ রাতে উঠার সমস্যা	১৭
তাহাজ্জুদের সময় করণীয়	১৭
আল্লাহর সাথে মহব্বত	১৮
দ্বীনী যোগ্যতা সৃষ্টির দোয়া	২০
ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে দোয়া	২২
পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোয়া	২৩
আরও কয়েকটি খাস দোয়া	২৪
ইজতিমায়ী দোয়া	২৬
১। ঈমান	২৮
২। ইলম	২৯
৩। আমল	৩০
৪। মাগফিরাত (গুনাহ মাফ চাওয়া)	৩১
৫। আখিরাত	৩২
৬। তায়াউয (পানাহ বা আশ্রয় চাওয়া)	৩৩
৭। ইলতিমাস (বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার)	৩৫
৮। মৃতদের জন্য দোয়া	৩৭
৯। ইসলাম বিরোধীদের সম্পর্কে	৩৮
দরূদ শরীফ	৩৯
দোয়া শেষ করার আগে	৪২
দোয়ার শেষ বাক্য	৪২
নামাযের মধ্যে দোয়া	৪৩
তাকবীর তাহরীমের পর	৪৩
রুকূ' সিজদায়	৪৪
রুকূ'তে খাস দোয়া	৪৫

রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে	৪৬
সিজদায় খাস দোয়া	৪৬
দু' সিজদার মাঝে	৪৭
সালাম ফিরাবার পূর্বে	৪৭
সালাম ফিরাবার পর	৪৮
সকাল ও সন্ধ্যায়	৪৯
সকালের জন্য অতিরিক্ত	৫০
সন্ধ্যার জন্য অতিরিক্ত	৫০
শোবার সময়	৫১
অবসর সময়ে	৫২
দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময়	৫৩
আনাস বিন মালেকের শিখানো মহান দোয়া	৫৩
শেষ কথা	৫৬

بسم الله الرحمن الرحيم

দায়িত্বশীল কারা ?

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল বলতে আমি জামায়াতে ইসলামীর রুকনগণকেই বুঝি। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবান করার শপথ রুকনগণই নিয়ে থাকেন। এ শপথের দাবী পূরণের জন্যই তারা জামায়াতে ইসলামীর নিকট বাইয়াত হন। রুকনিয়াতের দায়িত্ব যারা নেন তাদের হাতেই ইসলামী আন্দোলনের গুরুদায়িত্বের বোঝা রয়েছে। জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল সাংগঠনিক দায়িত্বই রুকনদেরকে পালন করতে হয়। যে পর্যায়েই হোক সাংগঠনিক কোন না কোন দায়িত্বের বোঝা তাদেরকে বইতেই হয়।

আমীরে জামায়াত থেকে শুরু করে সকল স্তরের আমীরগণ এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সকল মজলিসে শূরার সদস্যগণকে নির্বাচিত করা রুকনদেরই পবিত্র দায়িত্ব। রুকন সম্মেলনই জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ ফোরাম। ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এ ফোরামের হাতেই রয়েছে। তাই সকল রুকনই দায়িত্বশীল।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও দোয়া

ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর হেদায়াত নামক পুস্তিকার শুরুতেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে এর চাইতে উন্নতমানের কথা আর হয় না। সকল রুকনেরই এ হেদায়াত জানার কথা। ঐ হেদায়াত সঠিকভাবে পালন করলে আল্লাহ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার নিশ্চিত আশা করা যায়। আমার লেখা "ষ্টাডী সার্কেল" শিরোনামের বইতে এ বিষয়ে সিনপসিস আকারে যাবতীয় দিকের উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শুধু কতক দোয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্মাণে সাহায্য করে। এসব দোয়া কুরআন ও হাদীস থেকেই সংগৃহীত। কোথাও কোথাও একাধিক দোয়াকে এক

সাথে মিলান হয়েছে। কোথাও এক দোয়ার মধ্যে অন্য দোয়ার অংশ জুড়ে দেয়া হয়েছে, আবার কোথাও কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলী দ্বারা দোয়া তৈরী করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক স্বয়ং বহু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) সারা জীবনে যত দোয়া করেছেন সবই হাদীস সংকলনসমূহে সংরক্ষিত আছে। এসব দোয়াকে দৈনিক 'অযীফা' হিসাবে পড়ার জন্য অনেক বইও বের হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা যে, অযীফা হিসাবে দোয়াগুলো তিলাওয়াত করা দ্বারা দোয়ার আসল রূহ পয়দা হয় না। দোয়া মানে দিল থেকে চাওয়া। মনিব ও মাবুদের কাছে যা যা চাইবার জন্য দিলে পিপাসা জাগে তা তো দরখাস্ত আকারে কাগজে লিখে তাঁর অফিসে পাঠাবার ব্যাপার নয়। দিল থেকে খেয়াল করে ও মুখে উচ্চারণ করে মনিবের নিকট পেশ করাই স্বাভাবিক। রাসূল (সাঃ) এভাবেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় দোয়া করেছেন।

সন্তান যখন কোন জিনিস পিতা-মাতার কাছে চায় তখন দরখাস্ত আকারে লিখে তা পড়ে শুনায় না। স্বতস্ফূর্তভাবে আবেগ সহকারে মুখেই আবদার জানায়। তেমনি আল্লাহর কাছেও মনের কথা মুখের ভাষায়ই প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা চাওয়া উচিত এবং যে ভাষায় চাইলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় তা আমরা নিজেরা সঠিকভাবে জানি না বলেই মেহেরবান আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এত দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

দোয়া সংগ্রহ

আরবীতে এত দোয়া মুখস্থ করার সাধ্য কয়জনের আছে ? অথচ দোয়া করার সময় মুখস্থই আল্লাহর দুয়ারে পেশ করতে হয়। তাই অগণিত দোয়া থেকে আমি নিজের জন্য কতক দোয়া বাছাই করে নিয়েছি।

১৯৫০ সালে তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় দোয়া মুখস্থ করা ও বাছাই করার কাজ শুরু করি। এরপর বিভিন্ন সময় কিছু কিছু করে নোট বইতে লিখতে থাকি এবং সময় সুযোগ মতো তা মুখস্থ করার চেষ্টাও চলতে থাকে।

এভাবে সংগ্রহ করা অনেক দোয়া মুখস্থ করা সত্ত্বেও দোয়া করার সময় এত দোয়া মনে আসে না।

এবার (১৯৯২) জেলখানায় অবকাশ যাপনের সুযোগ পেয়ে দীর্ঘকালে বাছাইকৃত দোয়াগুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে নিয়েছি। প্রথমেই দোয়াগুলোকে দু' ভাগে বিভক্ত করেছি। আল্লাহ পাক ও রাসূল (সাঃ) উভয়েই কতক দোয়া একবচনে, আর কতক বহুবচনে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য দোয়া করার সময় একবচনের দোয়াকেও বহুবচনে বানিয়ে নেয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন দোয়াকে আমি এভাবেই করে নিয়েছি। কিন্তু বহুবচনের কোন দোয়া একবচনে করা ঠিক নয়।

একবচনের দোয়াগুলোর কতক বিভিন্ন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, আর কতক সরাসরি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। সময় ভিত্তিক নিয়মিত দোয়া হচ্ছে শোবার সময়, সকাল-সন্ধ্যায় এবং প্রতি নামাযের ভেতরে ও পরে। তাছাড়া বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের জন্য যেসব দোয়া রয়েছে তা আমি উল্লেখ করিনি। কারণ বিভিন্ন বইতে তা পাওয়া যায়। আর আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য যেসব দোয়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ এর জন্য তাহাজ্জুদের সময়ই সবচেয়ে বেশী উপযোগী বলে তা আলাদা তালিকায় রাখা হলো।

বহুবচনের দোয়াগুলোকে ৯টি বিষয়ে বিভক্ত করে প্রতিটি বিষয়ের অধীনে কয়েকটি মাত্র দোয়া তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সময় ও অবস্থা বুঝে যখন যে ক'টা বিষয়ের দোয়া প্রয়োজন মনে হয় তা ইজতিমায়ীভাবে (সমবেতভাবে) করা যেতে পারে। বিষয় ভিত্তিক সাজাবার ফলে দোয়ার সময় মনে আনা সহজ হয়। বিষয়গুলো হলো ঈমান, ইলম, আমল, মাগফিরাত, তায়াউয, ইলতিমাস, আখিরাত, মৃতদের জন্য, ইসলাম বিরোধীদের সম্পর্কে।

সাংগঠনিক বৈঠকসমূহে এসব দোয়া থেকে প্রথমে যে ক'টা সম্ভব আরবীতে দোয়া করে বাংলায় প্রয়োজন মতো দোয়া করা যেতে পারে। যেসব দোয়া আমি বাংলায় করি তাও যথাস্থানে লিখে দিলাম।

এসব দোয়া আমার নিজের জন্যই সাজিয়ে নিয়ে নোট বইতে লিখে রেখেছি। জেলে প্রচুর অবসর পাওয়ায় এসব মুখস্থ করার সুযোগ পেলাম এবং যথাসাধ্য কাজে লাগাবার চেষ্টাও করা সম্ভব হয়েছে। এসব দোয়া নিয়ে কোন পুস্তিকা রচনার কোন চিন্তা আগে ছিল না। কিন্তু ইসলামী

আন্দোলনে আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী ভাই-বোনদের কাজে আসবে মনে করে লিখার সিদ্ধান্ত নিলাম। চেষ্টা করলে অনেকেই আত্মগঠনের উদ্দেশ্যে এসব দোয়া ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

দোয়া সম্পর্কে জরুরী কথা

১। রাসূল (সাঃ) দোয়াকে মুখ্‌খুল ইবাদাত (ইবাদাতের মগজ) বলেছেন। কথাটি চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। দোয়া মানে কিছু চাওয়া। কে চায়? যে অভাব বোধ করে সে-ই চায়। যা না পেলে তার চলে না তা সে পেতে চায়। কার কাছে চায়? যে তার অভাব দূর করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করে তার কাছেই চায়। অভাবের অনুভূতি যার যত বেশী সে তত বেশী কাতরভাবে চায়। আর যার অভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশী ধারণা আছে সে চাইতেই থাকে, সে চাইতে ক্লান্তি বোধ করে না।

যা প্রয়োজন মনে হয় তা না থাকলেই অভাব বোধ হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। এ প্রয়োজন বোধের শেষ নেই। যে হাজার টাকার মালিক সে লক্ষের কাংগাল, যে লক্ষের মালিক সে কোটির কাংগাল। যার যত বেশী আছে সে তত বড় কাংগাল। দুনিয়ায় হাজারো রকমের প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। আর যে মরণের পরপারের জীবনে বিশ্বাস করে তার অভাববোধ আরও ব্যাপক। ঐ পারের প্রয়োজন তাকে আরও বড় কাংগাল বানায়।

আল্লাহর কাছে সে-ই বেশী চায় এবং রাতদিন দোয়া করতে থাকে যে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আগ্রহ রাখে। এ দোয়াই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর দয়ার কাংগাল। এ দোয়া তাকে আল্লাহর প্রতি অতি বিনয়ী বানায়। এ বিনয়ই ইবাদাতের রূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কাতরভাবে বিনয়ের সাথে দোয়া করে সে তার এ মহান মনিবের সন্তুষ্টিও চায়। কারণ তিনি সন্তুষ্ট না হলে দোয়া কবুল করবেন না। এ সন্তুষ্টির প্রয়োজনেই সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা কর্তব্য মনে করে—অর্থাৎ ইবাদাতের সাধনা করতে থাকে।

রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন, যে দোয়া করে আল্লাহ তার উপর খুশী হন। আর যে দোয়া করে না আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। যে দোয়া

করে সে আল্লাহর অনুগত বলেই তিনি তার উপর খুশী হন। যে দোয়া করে না সে আল্লাহর ধার ধারে না বলেই তিনি রাগ করেন। তাই একথা প্রমাণিত হলো যে, দোয়া সত্যিই ইবাদাতের মূল বা মগজ। রাসূল (সাঃ) একথাও বলেছেন যে, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ দোয়া করাটাও ইবাদাত।

২। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, মনোযোগের সাথে দোয়া না করলে কবুল হয় না। আসলে দোয়া তো মনের ভেতর থেকেই আসতে হবে। মুখে তো দোয়ার শাব্দিক প্রকাশ মাত্র। মুখে উচ্চারণ করে দিল দিয়ে দোয়া করতে হয়। তাহলে না বুঝে আরবীতে মুখে দোয়া আবৃত্তি করলে কেমন করে কবুল হবে? আরবী ভাষা জেনে শব্দে শব্দে বুঝে দোয়া করা জরুরী নয়। কিন্তু যে দোয়াটি পড়া হচ্ছে এর মর্মকথা জানতে হবে। আল্লাহর কাছে কী জিনিস চাওয়া হচ্ছে দিল যদি সে খবরই না রাখে তাহলে এটা দোয়া হয় কেমন করে? তাই মুখে আরবীতে দোয়া করার সময় কি চাওয়া হচ্ছে মনে তা বুঝতে হবে। যেমন নিরক্ষর লোক টাকা পয়সা লেনদেন করার সময় নোটের লেখা পড়তে না জানলেও কোন্‌টা কত টাকার নোট তা তাকে অবশ্যই চিনতে হয়।

তবে আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো ভাষায় শব্দে শব্দে অর্থ বুঝে দোয়া করার মধ্যে যে মজা ও তৃপ্তি তা তারাই অন্তর দিয়ে অনুভব করে যারা অর্থ জানে। তাই শব্দে শব্দে অর্থ বুঝবার তাওফীক আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছেন তাদের বেশী করে দোয়া মুখস্থ করা উচিত। আরবী জানা সত্ত্বেও যারা এজন্য সময় খরচ ও মেহনত করে না তারা বড়ই হতভাগা।

৩। যেসব দোয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য বাছাই করা হলো তা জায়নামাযে বসে হাত তুলে উচ্চারণ না করলে দোয়া বলে গণ্য হবে না এমন মনে করা ভুল। বিভিন্ন অবস্থায়ই দোয়া করতে হয়। খাওয়ার শুরুতে ও শেষে, অযুর আগে, মাঝে ও পরে, শোবার সময় ও জেগে, মসজিদে ঢুকবার ও বের হবার সময়, বাজারে চলার সময়, যানবাহনে উঠা ও নামার সময়, পায়খানায় যাবার ও ফিরে আসার সময় এবং এ রকম আরও অনেক সময় যেসব দোয়া করা হয় তাতে কি হাত উঠাতে হয়? এসব দোয়া কি জায়নামাযে বসে উচ্চারণের সুযোগ আছে? তেমনিভাবে সকাল-সন্ধ্যার দোয়াও যে কোন অবস্থায়ই করা যায়। অন্যান্য দোয়া সুযোগ মতো সবসময়ই করা চলে। হাঁটা, দাঁড়ান, বসা ও শোয়া অবস্থায় মনটাকে দোয়ায় ব্যস্ত রাখলে বাজে চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ হয়। অবশ্য তাহাজ্জুদের সময় এবং অন্যান্য নামাযের শেষে জায়নামাযে যথাসম্ভব

বিলম্ব করে দোয়া করায় এক বিশেষ মজা ও তৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু দোয়া করার জন্য জায়নামাযে বসা যে শর্ত নয় সে কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) অনেক সময় হাত তুলে দোয়া করেছেন এবং দোয়ার শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করেছেন।

৪। কাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে মোট ৯ জনের উল্লেখ দেখা যায় ঃ (১) প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মযলুমের দোয়া, (২) বাড়ী ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দোয়া, (৩) জিহাদ বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত মুজাহিদের দোয়া, (৪) সুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দোয়া, (৫) কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দোয়া করা হয় সে দোয়া, [সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ দোয়া কবুল হয় বলে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,] (৬) সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া, (৭) মুসাফিরের দোয়া, (৮) ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ও (৯) ন্যায়পরায়ণ ইমামের (নেতা বা শাসক) দোয়া।

৫। দোয়া কবুল হবার ধরন সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন যে, কোন মুসলিম যদি গুনাহর কাজের জন্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দোয়া না করে তাহলে তার সব দোয়া তিন প্রকারের মধ্যে কোন এক ধরনে অবশ্যই কবুল হয়। কোন দোয়াই অগ্রাহ্য করা হয় না।

ক) হয় তার দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করা হয়।

খ) অথবা যে দোয়া সে করেছে তা তার জন্য কল্যাণকর নয় বলে এ দোয়ার বদলে তার সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

গ) অথবা দোয়ার বদলা আখিরাতে পুরস্কার হিসাবে দেয়া হবে।

৬। দোয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর আরও কয়েকটি হেদায়াত ঃ

ক) দোয়া কবুল হতে দেরী দেখে নিরাশ হয়ে দোয়া করা বাদ দেয়া মস্তবড় ভুল। (এত দোয়া করলাম কবুল তো হয় না বা না জানি কোন্ গুনাহ করেছি যার জন্য দোয়া কবুল হচ্ছে না—এ ধরনের কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন)। দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়।

খ) দোয়ার দ্বারা তাকদীরও বদলাতে পারে।

গ) ছোট বড় সব প্রয়োজন পূরণের জন্যই দোয়া করা উচিত—এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও ফিতার জন্য দোয়া করা দরকার।

ঘ) দুঃখের দিনে দোয়া কবুল হোক, এ কামনা থাকলে সুখের দিনেও দোয়া করা উচিত।

ঙ) দোয়া প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন।

চ) যার রিয্‌ক হালাল নয় তার দোয়া কবুল হয় না।

৭। আল্লাহর কাছে যে জিনিসের জন্য দোয়া করা হয় তা হাসিল করার জন্য বান্দাহকেও চেষ্টা করতে হয়। বিনা চেষ্টায় শুধু দোয়া করে পাওয়ার আশা করা বোকামী। এমন দোয়া আল্লাহ কবুলই করেন না। জমিতে হালচাষ না করে ফসলের জন্য দোয়া বা বিয়ে না করেই সন্তানের জন্য দোয়া কোন বোকাও করে না। জমিতে প্রাণপণ মেহনত করার পর দিল থেকেই দোয়া আসে যেন আল্লাহ পাক মেহনত বরবাদ না করেন।

আল্লাহর রাজত্ব ও মানুষের খেলাফত কায়েমের জন্য মানুষকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কাজ জান-মাল দিয়ে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আজীবন মেহনত করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো দোয়াগুলো ঐ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঐ কাজ না করে এসব দোয়ার অযীফা পড়া দ্বারা কিছুই হাসিল হতে পারে না। কামাই-রোজগারের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করে সোয়া লাখবার রিয্‌কের দোয়া জপলে এ দোয়া কবুল হয় না। চেষ্টা করা অবস্থায় দোয়া করলে আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে। চেষ্টা না করে দোয়া করার নাম 'আমল' রাখা অর্থহীন। শুধু দোয়া করা রোজগারের 'আমল' বলে গণ্য হতে পারে না।

এ পুস্তিকায় যেসব দোয়ার সমাহার হয়েছে এর মূল্য তাদেরই বুঝে আসবে যারা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ। এসব দোয়া তাদের প্রাণে প্রেরণা, আবেগ, হিম্মত ও জযবা পয়দা করবে। এসব দোয়া যেমন তাদেরকে আরও কর্মতৎপর করবে, তেমনি তাদের কর্মতৎপরতাও দোয়া করার সময় আবেগ সৃষ্টি করবে।

দোয়া প্রার্থীর মানসিক অবস্থা

আমি এখানে যেসব দোয়া সংকলন করেছি তা সকল দোয়া প্রার্থীর নিকট সমান আকর্ষণীয় হবার কথা নয়। সবার নিকট সব দোয়া সমান আবেগ সৃষ্টি করে না। দোয়া প্রার্থী তার মানসিক অবস্থা অনুযায়ীই দোয়া বাছাই করে থাকে। এখানে যেসব দোয়া বাছাই করা হয়েছে তা ঐসব দোয়া প্রার্থীরই মনে খোরাক যোগাতে পারে যাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার পেছনে নিম্নরূপ মানসিক অবস্থা বিরাজ করছে ঃ

১। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবসময় সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই প্রভু, মনিব, হুকুমকর্তা ও মাবুদ হিসাবে মেনে চলার মধ্যেই আমার জীবনের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

২। আল্লাহ পাককে মেনে চলার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কেই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলবে। এ আদর্শকে অনুকরণ করার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)—বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীনকে—বাস্তব নমুনা মনে করি।

৩। আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যই আমার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। মহান মনিবের সন্তুষ্টি, রাসূল (সাঃ)-এর শাফায়াত এবং জান্নাতে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের সংগ-লাভই আখিরাতের সাফল্যের আসল টারগেট।

৪। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে নিয়ে ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে উদাহরণ রেখে গেছেন এর সত্যিকার অনুকরণ ছাড়া আখিরাতে ঐ সাফল্য কিছুতেই আশা করতে পারি না।

৫। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলাম। আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ তায়ালারই জন্য উৎসর্গ করলাম।

৬। আল্লাহর দরবারে শহীদই নবীর পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলে আমি মনিবের নিকট ঐ মর্যাদারই কাংগাল।

৭। মহান মনিবের নিকট হাযির হবার একমাত্র পথই হলো মৃত্যু। তাই মৃত্যু কামনার ধন, ভয়ের বিষয় নয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসবে না, আর যখন আসবে তখন কেউ ফিরাতে পারবে না। তাই মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিংগন করাই ঈমানের দাবী। আল্লাহর পথে মৃত্যুই গৌরবময়। কোন বিপদই মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। প্রত্যেক বিপদই আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আসে। তাই একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করি। আর কোন কিছুই ভয়ের কোন পাত্র নয়।

দোয়ার সমাহার

আগেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় রাসূল (সাঃ) যেসব দোয়া করতেন সে সবের জন্য বাজারে যথেষ্ট বই পাওয়া যায় বলে এখানে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। শুধু নামাযের মধ্যে ও শেষে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং শোবার সময়কার দোয়া এ পুস্তিকায় শামিল করা প্রয়োজনবোধ করেছি।

এ পুস্তিকার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত দোয়া হচ্ছে তাহাজ্জুদের সময়কার জন্য একা একা পেশ করার দোয়া এবং সাংগঠনিক বৈঠকাদিতে ইজতিমায়ী দোয়া।

তাহাজ্জুদের গুরুত্ব

হুজদ মানে ঘুম। তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ত্যাগ করা। এ থেকেই শেষ রাতের নামাযকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। রাতের তিন ভাগের দু' ভাগ শেষ হলে এ নামাযের সময় শুরু হয় এবং সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত চলে। সময়টা এমনভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ঘুম থেকে জেগেই এ নামায আদায় করতে হয়। এ নামাযকে কিয়ামুল লাইলও বলা হয়, যেহেতু রাতে দাঁড়িয়ে এ নামায আদায় করা হয়।

সকল নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা হচ্ছে ঃ

(١) اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ـ (احمد)

১। "ফরয নামাযের পর শেষ রাতের নামাযই শ্রেষ্ঠ।"–(আহমদ)

(٢) اَشْرَفُ اُمَّتِىْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ ـ (البيهقى)

২। "আমার উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদাতকারী)।"–(বায়হাকী)

(٣) قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوتِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ (الترمذى)

৩। "জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), কোন্ দোয়া সবচেয়ে বেশী মকবুল। জওয়াব দিলেন, শেষ রাতের ও ফরয নামাযের পরের দোয়া।"–(তিরমিযি)

(٤) عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّأٰتِ وَمِنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ ـ (الترمذى)

৪। "রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহর কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ্ করা থেকে বিরত রাখার উপায়।"–(তিরমিযি)

(٥) رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ ـ

رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ (ابو داود ونسائى)

৫। "আল্লাহ ঐ লোকের উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায আদায় করে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।

আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায পড়ে ও তার স্বামীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।"–(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আসলেই শেষ রাতে উঠা আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্কেরই প্রতীক। দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের মজা ও বিছানার মায়া ত্যাগ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর মহব্বতের কাংগাল। এর মজা যে পায় তার পক্ষে এটা কঠিন মনে হয় না।

শেষ রাতে উঠার সমস্যা

ইসলামী আন্দোলনে কর্মরতদের তাহাজ্জুদের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সংগত কারণেই শেষ রাতে উঠা খুব মুশকিল হয়। দিনের বেলায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর সাংগঠনিক তৎপরতা প্রধানত সন্ধ্যার পরই শুরু করতে হয়। প্রায়ই মধ্য রাতে শোয়া সম্ভব হয়। ফলে শেষ রাতে উঠা অসম্ভব মনে হয়। যাদের আন্দোলন ও সংগঠনের ঝামেলা পোয়াতে হয় না তারা সাধারণত শেষ রাতে জাগার পর নিয়মিত সকালে ঘুমান। আন্দোলন সে অবকাশও দেয় না। চাকরি বা পেশা দুপুরের পরও ঘুমাবার সুযোগ দেয় না।

এ সব কথাই ঠিক। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথে ইবলীস ও এর তাগুতী শাগরেদদের পক্ষ থেকে যে কঠিন বাধা ও হাজারো ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হয় তার মুকাবিলা করার জন্য যে রুহানী শক্তি, বলিষ্ঠ মনোবল ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ প্রয়োজন তা হাসিল করার জন্য তাহাজ্জুদের কোন বিকল্পও নেই। তাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এটাকে নিজের উপর ফরয করে নেবার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। এর অভ্যাস গড়ে তুলবার জন্য প্রথমে সপ্তাহে এক রাত বা দুরাত যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শোবার চেষ্টা করতে হবে যাতে শেষ রাতে উঠা সহজ হয়। যারা নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেন তারা ক্রমে একদিন পর একদিন উঠতে থাকলে এক সময়ে রোজই উঠা সম্ভব হবে। এটা আসলেই অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাস করে নিলে কোন কাজই তেমন কঠিন বোধ হয় না।

তাহাজ্জুদের সময় করণীয়

তাহাজ্জুদের মধ্যে দুটো কাজ রয়েছে। একটা নামায, আর একটা দোয়া। নামায দু' রাকাআত করে কমপক্ষে ৪ রাকাআত এবং শেষে বেতের ৩ রাকাআত। সময় কী পরিমাণ হাতে আছে সে হিসাবে তাহাজ্জুদের নামাযের সংখ্যা ১২ রাকাআত পর্যন্ত হতে পারে। দোয়ার জন্যও যথেষ্ট সময় হাতে রাখা দরকার। একটানা বেশী সময় নামায না পড়ে দু' রাকাআত বা ৪ রাকাআত পর পর কিছুক্ষণ দোয়ায় মশগুল থাকা যায়। এ উদ্দেশ্যে দোয়াকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়।

তাহাজ্জুদের নামাযে যথাসম্ভব লম্বা কিরআত ও রুকূ'-সিজদায় বেশী সময় থাকা সুন্নাত। পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায পড়ার সময় লম্বা

কিরআত বা দীর্ঘ রুকূ'-সিজদার সুযোগ থাকে না। সূরা মুয্যাম্মিলের ৬নং আয়াত অনুযায়ী এ সময়টা নাফসকে দমন করে রূহকে শক্তিশালী করা ও কুরআন পড়ার জন্য বড়ই উপযোগী। এর জন্য লম্বা কিরআত ও দীর্ঘ সিজদা জরুরী। রাকাআতের সংখ্যা বাড়াবার চেয়ে বেশী সময় লাগিয়ে নামায আদায় করা বেশী উপকারী।

নামাযের ফাঁকে ফাঁকে দোয়া করার উদ্দেশ্যে দোয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। প্রথমেই আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার দোয়া, এটা ইস্তিগফার দিয়ে শুরু করা ভাল। দ্বিতীয় অংশে দ্বীনী যোগ্যতা বৃদ্ধির দোয়া। তৃতীয় অংশে ইকামাতে দ্বীনের জন্য দোয়া। চতুর্থ অংশে পিতামাতা ও স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোয়া। এসব দোয়ার মধ্যে আমি কতক আরবীতে এবং কতক মাতৃভাষায় তালিকাভুক্ত করেছি।

আল্লাহর সাথে মহব্বত

(١) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ـ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

[রাসূল (সাঃ) স্বয়ং একে সাইয়েদুল ইস্তেগফার বলে উল্লেখ করেছেন।]

১। "হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে পয়দা করেছ এবং আমি তোমারই দাস। আমি আমার সাধ্য মতো তোমার সাথে দেয়া ওয়াদা পালন করছি। আমার গুনাহর ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। আমার উপর তোমার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমার গুনাহর কথাও স্বীকার করছি। তাই আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া মাফ করার যে আর কেউ নেই।"

নিয়ামতের কথা বলার সময় দ্বীনের সঠিক পথ পাওয়া, স্বাস্থ্য, নেক স্ত্রী, আর্থিক সচ্ছলতা, সুসন্তান ইত্যাদির কথা খেয়াল করলে আবেগ সৃষ্টি

হবে। তেমনি নিজের গুনাহর কথাও স্মরণ করলে অনুতাপ বোধ জাগবে। এ সময় খাঁটি দিলে তাওবা করা উচিত। এক একটি গুনাহর কথা স্মরণ করে কাতরভাবে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আর গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে।

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ رَسُوْلِكَ وَحُبَّ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

এ দোয়াটি হযরত দাউদ (আঃ)-এর দোয়া বলে রাসূল (সাঃ) বলেছেন। অবশ্য মূল দোয়ার সাথে রাসূল ও জিহাদের কথা নেই। এটা এজন্য যোগ করা হয়েছে যে, সূরা তাওবার ২৪নং আয়াতে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদের প্রতি ভালবাসা আর সবকিছু থেকে বেশী হওয়া উচিত বলা হয়েছে।

২। "হে আল্লাহ, আমি তোমাকে ও তোমার রাসূলকে মহব্বত করার এবং তোমার পথে জিহাদ করাকে পছন্দ করার তাওফীক চাই। আর যে তোমাকে ভালবাসে তাকেও আমি ভালবাসতে চাই। এমন আমল করার তাওফীক চাই যা আমার মধ্যে তোমার ভালবাসা বৃদ্ধি করবে। হে আল্লাহ! আমি যেন আমার নিজের, আমার পরিবারের, আমার মালের ও ঠাণ্ডা পানির চেয়েও তোমাকে বেশী ভালবাসতে পারি সে তাওফীক দাও।"

(٣) فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○ ـ يوسف : ١٠١

(সূরা ইউসুফ ঃ ১০১ আয়াত) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া।

৩। "হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক ও মুরুব্বি। মুসলিম অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল কর।"

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا

مِنْهَا شَيْئًا ـ فَاِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاَهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ ـ

৪। "হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর, ললাট ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার কবজায় রয়েছে। এর কোনটাই আমাদের মালিকানায় দাওনি। তুমি যখন আমাদেরকে এ অবস্থায়ই রেখেছ, তখন তুমি আমাদের অভিভাবক হয়ে যাও এবং আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চালাও।"

এ কয়টি দোয়ার কথাগুলো এমন যে, আবেগ ও অনুভূতির সাথে দিল থেকে দোয়া করলে আল্লাহর মহব্বতে চোখে পানি না এসে পারে না। আল্লাহর সাথে এসব গোপন আলাপকালে যখন চোখে পানি আসে তখনই রাত জাগা সার্থক হয়। এ আবেগ ছাড়া নামায ও দোয়ার সময় ঘুমের জ্বালায় কোন মজা পাওয়া যায় না। নিজের ভাষায় এ সময় আরও অনেক কথাই আল্লাহর দরবারে পেশ করা যায়। যেমন ঃ হে আমার রব! তোমার মহান দরবারে আমাকে তোমার গোলাম হিসাবে স্থান দাও—এর চেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কিছুই নেই। তোমার সন্তুষ্টি পেলে সবই পেলাম।

দ্বীনী যোগ্যতা সৃষ্টির দোয়া

(١) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ـ وَاجْعَلْهُ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ ـ اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১। "হে আল্লাহ! আমার উপর মহান কুরআন দ্বারা রহম দান কর এবং আমার জন্য কুরআনকে ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানাও। কুরআন দ্বারা আমার কালবকে সজীব কর, আমার দৃষ্টিকে আলোকিত কর,

আমার দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! কুরআনের যেটুকু ভুলে গেছি তা ইয়াদ করিয়ে দাও এবং যেটুকু শিখিনি তা শিখিয়ে দাও। আর রাত ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে পরম মেহেরবান আল্লাহ! কুরআনকে আমার পক্ষে দলীল বানাও।"

দ্বীনী যোগ্যতার জন্য অহীর ইলম হাসিল করাই সবচেয়ে বেশী জরুরী। তাই কুরআনকে আয়ত্ব করার দোয়া দিয়ে শুরু করা হলো।

(٢) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَاَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَاَكْرِمْنَا بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ عِلْمِكَ رَبَّنَا لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

২। "হে আমার রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও। আমাদেরকে কল্পনা ও অনুমানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার কর এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা সম্মানিত কর। আমাদের উপর তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও ও আমাদের জন্য তোমার জ্ঞানভাণ্ডার সহজ করে দাও। হে আমাদের রব! তুমি যতটুকু ইলম দান করেছ তা ছাড়া আর কোন ইলম আমাদের নেই। তুমিই সব ইলম ও হিকমাতের মালিক।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

৩। "হে আল্লাহ! দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে সংশোধন কর, কারণ দ্বীনই আমার কর্মকে পাপমুক্ত রাখে। যে দুনিয়ায় আমার জীবিকার প্রয়োজন তা সঠিক উপায়ে দান কর। যে আখিরাত আমার শেষ ঠিকানা এর প্রস্তুতির তাওফীক দাও, আমার সন্তানাদিকে সংশোধন করে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও, আমার জীবনের সকল দিকেই আমাকে সঠিক-ভাবে গড়ে তুল। এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নাফসের হাতে তুলে দিও না।"

৪। এরপর নিজের ভাষায় এ প্রসংগে আরও যা ইচ্ছা দোয়া করা যেতে পারে, এ প্রসংগে আমি এ দোয়া করি ঃ

"হে আমার মনিব! তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে যে সঠিক ধারণা দান করেছ, কুরআনকে বুঝবার মধ্যে যে তৃপ্তি দান করেছ, তোমার মহান দ্বীনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান দিয়েছ এবং ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের যে সুযোগ দিয়েছ এর জন্য যেন আজীবন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে থাকি সে তাওফীক দাও।

তোমার যে বান্দাহর তাফসীর ও সাহিত্যের মাধ্যমে তোমার দ্বীনের আলো পেয়েছি সে মাওলানা মওদূদীকে ১৪০০ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদের মর্যাদা দান কর এবং তাঁর এ বিরাট খেদমত কবুল করে নাও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখ যাতে এর সওয়াব তাঁর আমলনামায় শামিল হতে থাকে। তাঁর এ মহান আন্দোলন যত দেশে দানা বেঁধেছে সেসব দেশেই তুমি দ্বীনকে বিজয়ী কর। খাস করে বাংলাদেশে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের নমুনা কায়েমের জন্য জামায়াতে ইসলামীকে তাওফীক দান কর।"

ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে দোয়া

এ বিষয়ে মাতৃভাষায়ই আমি এ দোয়া করি ঃ

"ইয়া মাওলা, দ্বীন কায়েম করা যে সবচেয়ে বড় ফরয এ ইয়াকীন দান করে আমাকে তুমি ধন্য করেছ। মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পথে জিহাদ করতে থাকার তাওফীক দাও। যখন ফরিযায়ে ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কে উপমহাদেশে কোন ধারণাই ছিল না, তখন তোমার এক বান্দাহকে তোমার রাসূলের অনুকরণে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলবার তাওফীক দিয়েছ। এ আন্দোলনকে মেহেরবানী করে কবুল কর এবং এরই হাতে তোমার দ্বীনকে বিজয়ী কর। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন যত দেশে আছে সবখানেই তুমি মেহেরবানী করে বিজয় দাও।

তোমার দ্বীনের মধ্যে যে সত্যিকার কল্যাণ রয়েছে মানবজাতি এর বাস্তব নমুনা দেখতে পেলে দলে দলে তা কবুল করবে। এ নমুনা পেশ করার জন্য তুমি বাংলাদেশকে মেহেরবানী করে বাছাই করে নাও।

বাংলাদেশের জনগণের বিরাট অংশ তোমার প্রতি ঈমান রাখে, তোমার রাসূলকে মহব্বত করে এবং তোমার কুরআনকে ভক্তি করে। তুমি এ কাওমের উপর রহম কর। বেদ্বীন ও দ্বীনের দুশমনদেরকে এ কাওমের উপর চেপে থাকতে দিও না। সকল পেশা ও সব শ্রেণীর মধ্যে যারা তোমার দ্বীনকে ভালবাসে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার তাওফীক দাও। তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য অল্প সময়ে 'মু'মিনীনে সালেহীনের' জামায়াত তৈরী হতে সাহায্য কর। খাস করে সকল হকপন্থী আলেমকে ফরীযায়ে ইকামাতে দ্বীনের চেতনা দান কর।"

পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোয়া

(١) رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

سورة ابراهيم : ٤٠

১। "হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েম করার তাওফীক দাও এবং আমাদের দোয়া কবুল কর। হে আমাদের রব! বিচার দিবসে আমার, আমার পিতা-মাতার ও সকল মু'মিনের গুনাহ মাফ কর।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০

(٢) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

سورة بنى اسرائيل : ٢٤

২। "হে আমার রব, আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহম কর যেমন তারা ছোট সময় আমাকে লালন-পালন করেছেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪

এখানে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ইত্যাদি যারা স্নেহ ভালবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন তাদের জন্য আবেগ সহকারে নিজের ভাষায় দোয়া করা দরকার যাতে আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করেন। গুনাহ মাফ করেন ও কবর আযাব থেকে তাদেরকে হেফাযত করেন।

(٣) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ وَارْزُقْهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَصِحَّةً تَامَّةً وَعِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً صَالِحًا وَّخُلُقًا حَسَنًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَّاسِعًا ـ

৩। "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে এমন বানাও যাতে তাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দাও।

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪

তাদেরকে পবিত্র জীবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য, কল্যাণকর ইলম, নেক আমল, সুন্দর চরিত্র এবং পবিত্র ও প্রচুর রিযক দাও।"

এখানে সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে দোয়া করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদেরকে যেন আমাদের মাগফিরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার যোগ্য রেখে যেতে পারি সে তাওফীকও কামনা করতে হবে।

আরও কয়েকটি খাস দোয়া

(١) رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ المؤمنون : ٩٧ـ ٩٨

১। "হে আমার রব! শয়তান মনে যেসব কুভাব সৃষ্টি করে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার রব! শয়তান যেন আমার কাছেই না আসে।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৯৭-৯৮

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে মযবুতী দাও এবং হেদায়াতের পথে চলায় দৃঢ়তা দান কর।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বানাও। আমার চোখে আমাকে যেন ছোট মনে করি এবং মানুষ যেন আমাকে বড় মনে করে।"

(٤) اَللّٰهُمَّ احْفَظْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ ـ

৪। "হে আল্লাহ! হেফাযত কর আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও আমার চোখকে খেয়ানত থেকে।"

(٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ

৫। "হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক দাও এবং মওত যেন আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়।"

(٦) اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ

৬। "হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মওত দিও।"

(٧) اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ مَا اَعْطَيْتَنِىْ ـ

৭। "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রিযক স্বরূপ যা দিয়েছ তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ এবং যতটুকু দিয়েছ তাতেই বরকত দান কর।"

(٨) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

৮। "হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, হারামের যেন দরকারই না হয়। আর তোমার দান দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর যাতে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।"

(٩) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِاِقَامَةِ دِيْنِكَ وَارْزُقْنِىَ الشَّهَادَةَ فِىْ سَبِيْلِكَ وَشَفَاعَةَ نَبِيِّكَ وَرِضْوَانًا مِّنْ عِنْدِكَ -

৯। "হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে কায়েম করার তাওফীক দাও। তোমার পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ দাও এবং তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের তাওফীক দাও।"

(١٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ السَّابِقِيْنَ الْمُقَرَّبِيْنَ -

১০। "হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দাও যাতে আমি তাওবাকারী হই, আমাকে পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল কর, তোমার সালেহ ও মুখলিস বান্দাহদের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য বানাও এবং তোমার নৈকট্যলাভকারী অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

ইজতিমায়ী দোয়া

ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের বৈঠক ও সভায় সম্মিলিতভাবে দোয়া করার ঐতিহ্য রয়েছে। এসব দোয়ায় প্রথমে আরবীতে কুরআন ও হাদীসের দু' একটি দোয়া উচ্চারণের পর মাতৃভাষায়ই প্রধানত দোয়া করা হয়। এটাই স্বাভাবিক ও সংগত। দোয়ায় যারা শরীক হন তাদের মধ্যে অল্প লোকই আরবী দোয়ার অর্থ বুঝেন। দোয়ার কথাগুলো না বুঝলে দোয়ার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। তাছাড়া পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপযোগী দোয়াতে যেসব কথা আল্লাহর দরবারে পেশ করা প্রয়োজন এর হুবহু বক্তব্য আরবীতে তৈরী থাকে না এবং সেভাবে কুরআন ও হাদীসে পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালার কোন ভাষাই অজানা নয়। ভাষায়

প্রকাশ না করলেও মনের ভাব পর্যন্ত তিনি জানতে পারেন। তাই মনের কথা মাতৃভাষায় মুখে প্রকাশ করে দোয়া করাই উত্তম।

কিন্তু যেসব কথা কুরআন ও হাদীসে দোয়ার আকারে রয়েছে তা এমন চমৎকার ও প্রাণস্পর্শী যে, এর কোন তুলনা নেই। ঐসব দোয়ার অনুবাদ করে বাংলায় দোয়া করে ঐ তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয় যা আরবী দোয়ায় পাওয়া যায়। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব দরখাস্ত তৈরী করে দিয়েছেন তাতে দস্তখত করে পাঠালে কবুল হবার বেশী আশা করা যায়। এমন সুন্দর ভাষায় কি মানুষ দোয়া রচনা করতে পারে? দয়াময় মনিব তাই চাইবার ভাষাও শিক্ষা দিয়েছেন।

ঐসব অগণিত দোয়া থেকে ৯টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কয়েকটি করে দোয়া বাছাই করে পেশ করছি যাতে যারা মুখস্থ করতে চান তারা রেডীমেড হাতের কাছে পেতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক দোয়ার তালিকা পেশ করার পূর্বে দোয়া শুরু করার সময় যে ভাষায় রাসূল (সাঃ) শুরু করতেন বলে কোন কোন হাদীসে আছে তা নকল করা হচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস থেকে সন্নিবেশিত হওয়ায় যে শব্দ সম্ভারে সজ্জিত করা হয়েছে তা কোন একটি হাদীসে এ আকারে নেই। কিন্তু সবটুকু হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। দোয়ার শুরুতে হামদ, সানা, দরূদ ও ইস্তিগফার থাকা উচিত বলে সেভাবেই সাজানো হলো ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ -

১। ঈমান

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ج - الاعراف : ٤٣

১। "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ যদি হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৪৩

(٢) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - ال عمران : ٨

২। "হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমিই যে বড় দাতা।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮

(٣) رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ - ال عمران : ٥٣

৩। "হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি। আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতা অনুগতদের মধ্যে গণ্য কর।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৩

(٤) رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ - البقرة : ٢٥٠

৪। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ সবরের শক্তি দান কর, আমাদের কদমকে মযবুত করে দাও এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫০

(٥) اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرّٰشِدِيْنَ ـ

(সূরা হুজুরাতের ৭নং আয়াত অবলম্বনে)

৫। "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে ঈমানের মহব্বত দান কর। আমাদের দিলকে ঈমান দ্বারা সজ্জিত কর। আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে হেদায়াত-প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল কর।"

২। ইলম

(١) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّاجْعَلْهُ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَنُوْرَ بَصَرِنَا وَجَلَاءَ حُزْنِنَا وَذَهَابَ هَمِّنَا ـ اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১। "হে আল্লাহ! মহান কুরআনের দ্বারা আমাদের উপর রহম কর। কুরআনকে আমাদের জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানাও। কুরআন দ্বারা আমাদের কালবকে সজীব কর, আমাদের দৃষ্টিকে আলোকিত কর, আমাদের দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও। কুরআনের যতটুকু ভুলে গেছি তা মনে করিয়ে দাও এবং যা জানা নেই তা শিখিয়ে দাও। রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে রাব্বুল আলামীন, কুরআনকে আমার পক্ষে সাক্ষীদাতা বানাও।"

(٢) اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَاَكْرِمْنَا بِنُوْرِ الْفَهْمِ

وَافْتَحْ عَلَيْنَا اَبْوَابَ فَضْلِكَ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ عِلْمِكَ رَبَّنَا لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে অনুমানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার কর এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা সম্মানিত কর, আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার সহজ করে দাও। হে আমাদের রব! তুমি যতটুকু ইলম দান করেছ তা ছাড়া আর কোন ইলম আমাদের নেই। তুমিই সব ইলম ও হিকমতের মালিক।"

(٣) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِلْهَامَ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَدَرَجَةَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে নবীদের মতো বুঝবার যোগ্যতা, রাসূলগণের মতো স্মরণশক্তি, মুজতাহিদগণের ইলহাম এবং সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ লোকদের মর্যাদা দান কর।"

(٤) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنَا بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ ـ

৪। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইলম দ্বারা সাহায্য কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।"

৩। আমল

(١) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

১। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার যিকর করার ও শুকর আদায় করার এবং ভালভাবে তোমার ইবাদাত করার তাওফীক দাও।" [রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া করতে হযরত মায়ায (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।]

(٢) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে কথা বলায়, দুনিয়ার কাজে ও দ্বীনী আমলে, নিয়ত করায় ও সঠিক পথে এমনভাবে চলার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর ও যাতে তুমি খুশী হও।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ـ

৩। "হে আল্লাহ! তোমার কাছে তাওফীক চাই যাতে আমরা নেক কাজ করতে পারি, মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি ও মিসকীনদেরকে ভালবাসতে পারি।"

৪। মাগফিরাত (গুনাহ্ মাফ চাওয়া)

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ الاعراف : ٢٣

১। "হে আমাদের রব! আমরা গুনাহ্ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের মাফ না কর ও আমাদের উপর রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হতে বাধ্য হব।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৩

(٢) رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ـ البقرة : ٢٨٦

২। "হে আমাদের রব! যদি আমরা যা করণীয় তা ভুলে যাই এবং যা করা উচিত নয় তা ভুলক্রমে করে ফেলি তাহলে সে জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না। পূর্ববর্তী লোকদের উপর তুমি যে আপদ-বিপদের বোঝা পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছ আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! যে বোঝা বইবার আমাদের শক্তি নেই তেমন বোঝা আমাদের উপর দিও না। আমাদের গুনাহকে ধরো না, আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের উপর রহম কর। তুমিই আমাদের মাওলা। কাফিরদের মুকাবিলায় তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَرَحْمَتَكَ اَرْجٰى عِنْدَنَا مِنْ عَمَلِنَا ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহর চেয়ে তোমার মাগফিরাত অনেক প্রশস্ত। আর আমরা আমাদের আমলের চেয়ে তোমার রহমতের আশাই বেশী করি।"

৫। আখিরাত

(١) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ البقرة : ٢٠١

১। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণও দান কর। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে হিফাযত কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০১

(٢) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমাদের সব ব্যাপারের পরিণাম সুন্দর ও কল্যাণকর কর এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা কর।"

(٣) اَللّٰهُمَّ غَشِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّكَ ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রহমত দ্বারা ঢেকে দাও। আমাদের উপর তোমার পক্ষ থেকে যাবতীয় বরকত নাযিল কর। আর যেদিন তোমার (রহমতের) ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আমাদের উপর তোমার আরশের ছায়া দিও।"

৬। তায়াউয (পানাহ্ বা আশ্রয় চাওয়া)

রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। এর বেশ কয়টিকে একত্র করে এখানে পেশ করছি। পানাহ চাওয়ার আগে কিছু বিষয় কামনাও করেছেন। সে সবকে আলাদা না করে যেভাবে তিনি চেয়েছেন সেভাবেই রেখে দিলাম।

(١) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ـ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَمَوْتَةِ الْبَغْتَةِ وَالْذِلَّةِ ـ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

১। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য চাই এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ীভাবে আমাদেরকে দোষমুক্ত রাখ। আর আমরা তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ্ চাই। আমরা আরও পানাহ চাই, অচল বার্ধক্য, ঋণ, গুনাহ, বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্ট ও বয়সের ভারে অথর্ব হওয়া থেকে এবং অপমানজনক ও হঠাৎ মৃত্যু থেকে। আরও পানাহ চাই কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং দেনার বোঝা ও মানুষের দাপট থেকে।"

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفَافَ وَالْغِنٰى وَالتُّقٰى وَالْهُدٰى وَحُسْنَ عَاقِبَةِ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا ـ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فِىْ دِيْنِكَ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই নৈতিক পবিত্রতা, অভাব শূন্যতা, তাকওয়া, হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুন্দর পরিণাম। আর আমরা পানাহ চাই সন্দেহ, ঝগড়া, মুনাফেকী, রিয়া ও তোমার দ্বীনের ব্যাপারে সুনামের ইচ্ছা থেকে।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই ঐ ইলম থেকে যা উপকার দেয় না, ঐ দিল থেকে যে তোমাকে ভয় করে না, ঐ নাফস থেকে যার তৃপ্তি হয় না এবং ঐ দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।"

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ـ

৪। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই আপদ-বিপদের পেরেশানী থেকে, দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে, ক্ষতিকর ফায়সালা থেকে এবং দুশমনদের খুশী হওয়া থেকে।"

(٥) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ـ

৫। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের ফিতনার (পরীক্ষা) ক্ষতি থেকে, মনের ফিতনার ক্ষতি থেকে, হায়াত ও মওতের ফিতনা এবং অভাব ও লাঞ্ছনার ফিতনার ক্ষতি থেকে।"

৭। ইলতিমাস (বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার)

(١) رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ

১। "হে আমাদের রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে খাস রহমত দান কর, আমাদের সব ব্যাপারেই সুব্যবস্থা করে দাও।"

–সূরা কাহফ ঃ ১০

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আবদার জানাই যে, আমরা যেন তোমার রহমত পাওয়ার যোগ্য আমল করতে পারি। তোমার মাগফিরাত পাওয়ার মতো মযবুত ইচ্ছা শক্তি দাও, সকল নেক কাজ যেন সহজে করার তাওফীক পাই এবং সকল গুনাহ্ থেকে যেন নিরাপদে থাকি।"

(٣) اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ دَيْنًا اِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلاَ مَرِيْضًا اِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

৩। "হে আল্লাহ! হে আরহামার রাহিমীন, আমাদের কোন গুনাহ্ মাফ করতে বাদ দিও না, কোন দুশ্চিন্তা দূর করতে বাকী রেখ না। কোন দেনা শোধ করতে বাদ দিও না, কোন রোগীকে আরোগ্যের বাকী রেখো না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যেসব প্রয়োজন পূরণ করা তোমার পছন্দ এর কোনটাই অপূরণ রেখ না।"

(٤) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ـ

৪। "হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার দান বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। আমাদেরকে ইয্যত দাও, বেইয্যত কর না, আমাদেরকে দান কর, মাহরুম কর না ; আমাদেরকে প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর

কাউকে প্রাধান্য দিও না ; আমাদেরকে খুশী করে দাও এবং আমাদের উপর রাযী হয়ে যাও।"

(٥) اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّوَفِّقْنَا لِاجْتِنَابِه ـ

৫। "হে আল্লাহ! হক বা সত্যকে তুমি আমাদের নিকট সত্য হিসাবেই তুলে ধর এবং তা মেনে চলার তাওফীক দাও। আর বাতিল বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই চিনিয়ে দাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।"

(٦) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ ـ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ ـ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوْبِ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ ـ

৬। "হে দিলের মালিক! আমাদের কালবকে তোমার দ্বীনের উপর মযবুত করে দাও। হে কালবের পরিচালক, আমাদের দিলকে তোমার অনুগত কর। হে অন্তরকে আলোকিতকারী, আমাদের দিলকে তোমার পরিচয় দ্বারা আলোকিত কর।"

(٧) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلاً وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّلِسَانًا شَاكِرًا وَّذَاكِرًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّسَلِيْمًا وَّنَفْسًا مُّطْمَئِنَّةً وَّقَانِعَةً وَّشَابِعَةً وَّصِحَّةً تَامَّةً وَّخُلُقًا حَسَنًا ـ

ـ وَنَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّفَهْمًا صَحِيْحًا وَّذِهْنًا زَكِيًّا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّاسِعًا ـ

ـ وَنَسْئَلُكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَالسَّكِيْنَةَ فِى الْقَبْرِ وَالسَّلَامَةَ فِى الْحَشْرِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ـ

ـ وَنَسْئَلُكَ ظِلَّ رَحْمَتِكَ وَشَفَاعَةَ نَبِيِّكَ وَرِضْوَانًا مِّنْ عِنْدِكَ ـ

৭। "হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আকুল আবেদন জানাই যে, আমাদেরকে দান কর পূর্ণ ঈমান, সত্যিকার ইয়াকীন, শুক্‌র ও যিকরে মশগুল জিহ্বা, ভীত ও নিরোগ কালব, প্রশান্ত, তৃপ্ত ও কামনামুক্ত নাফস, পরিপূর্ণ ও সুস্থ দেহ ও সুন্দর চরিত্র।

আরও দান কর উপকারী ইলম, বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি, কবুল হবার যোগ্য আমল, গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা, ক্ষতিহীন ব্যবসা এবং পবিত্র ও প্রশস্ত রিয্‌ক।

আরও দান কর পাকসাফ জীবন, খালেস তাওবা, মওতের আগে তাওবার তাওফীক, শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, নির্ভয় কবর, নিরাপদ হাশর এবং বেহেশত লাভের সাফল্য।

আরও আবদার করি তোমার রহমতের ছায়া, তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি।"

৮। মৃতদের জন্য দোয়া

(١) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ - الحشر : ١٠

১। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছেন সে ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে আমাদের দিলে কোনরূপ অসন্তোষ ও কলুষতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের রব, তুমি বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান।"

–সূরা আল হাশর ঃ ১০

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلاَمَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ -

২। "হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর যারা আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারী। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখ এবং যাকে মওত দিয়েছ তাকে ঈমানের সাথে মওত দাও।"

৯। ইসলাম বিরোধীদের সম্পর্কে

(١) رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

১। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেম কাওমের জন্য ফিতনা বানিও না এবং তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফির কাওম থেকে নাজাত দাও। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৫-৮৬) হে আল্লাহ তোমাকে তাদের ঘাড়ের উপর বসালাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাইলাম।"

(٢) اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّايَرْحَمُنَا ـ

২। "হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে দুশমনী করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন মুসিবত দিও না। দুনিয়াকেই আমাদের বড় ধান্দা, আমাদের ইলমের আসল উদ্দেশ্য ও আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে দিও না। যারা আমাদের সাথে সদয় আচরণ করে না তাদেরকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব দিও না।"

(٣) اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَسَرِيْعَ الْحِسَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ ـ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ ـ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ـ

৩। "হে আল্লাহ! তুমিই কিতাব নাযিল করেছ, জলদি হিসাব নেবার ক্ষমতা রাখ, মেঘমালাকে পরিচালিত কর এবং বাহিনীকে পরাজিত করে থাক। হে আল্লাহ! তুমি এ বাহিনীকে পরাজিত কর। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত কর ও কাঁপিয়ে দাও এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।" [আহযাবের যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।]

(٤) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَانْجِزْ وَعْدَكَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْ اَعْدَاءَ نَا وَاَعْدَاءَ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَاتَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

৪। "হে আল্লাহ! মু'মিন ও মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরকে মাফ করে দাও। তাদের মধ্যে আন্তরিক মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাদের একে অপরের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম রাখ। তোমার ও তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য কর। তোমার সাহায্য পাওয়া মু'মিনদের হক বলে যে ওয়াদা করেছ তা পালন কর। হে আল্লাহ! আমাদের ও দ্বীনের দুশমনদেরকে পরাজিত কর। তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর। তাদের সম্মিলিত শক্তিকে ভেংগে টুকরা টুকরা করে দাও, তাদের পায়ে কাঁপুনি সৃষ্টি কর। তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দাও। তাদের উপর তোমার ঐ দাপট নাযিল কর যা অপরাধী কাওম থেকে কখনও ফিরাও না।"

দরূদ শরীফ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, দোয়ার শুরুতে ও শেষে দরূদ পেশ করা হলে দোয়া কবুলের বেশী আশা করা যায়। তাই দেখা যায়, বিশেষ করে দরূদ দ্বারা দোয়া শেষ করার রীতি গোটা উম্মতের মধ্যে চালু রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এভাবে দরূদের হুকুম দিয়েছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ الاحزاب : ٥٦

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।"-সূরা আল আহ্যাব ঃ ৫৬

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আর কোন হুকুম সম্পর্কে এভাবে বলেননি যে, আমি নিজেও এ কাজ করি, তোমরাও তা কর। একমাত্র দরূদের বেলায়ই এমন কথা বলেছেন। এ দ্বারা দরূদের মর্যাদা যে কত বড় তা সহজেই বুঝা যায়।

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ পাঠানো, আর ফেরেশতা ও মানুষের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠাবার মানে এক রকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদের অর্থ হলো ঃ "আল্লাহ্ রাসূলের প্রশংসা করেন ; তাঁর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল করেন। তার নাম উন্নত করেন এবং তাঁকে মহব্বত করেন।" ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠাবার অর্থ হলো ঃ তাঁরা রাসূলকে খুবই মহব্বত করেন এবং তাঁকে উন্নত মর্যাদা দেবার জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। মু'মিনদের দরূদের উদ্দেশ্যও রাসূলের প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করা।

দরূদের জন্য কুরআনে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলো صَلُّوا। নামাযের জন্যও এ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। صَلٰوة মানে দোয়া। নামাযও দোয়া, আল্লাহর দরবারে ধরণা। আসলে দরূদ রাসূল (সাঃ)-এরই পক্ষে আল্লাহর দরবারে আবেগপূর্ণ আবেদন ঃ "হে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল কর।"

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং যার উপর দরূদ পাঠান তাঁর কি আমাদের মতো গুনাহ্গারদের দোয়ার কোন দরকার আছে ? এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, মেহেরবান আল্লাহ্ মু'মিনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁর রাসূলের উপর দরূদ পাঠাবার হুকুম করেছেন। সে কল্যাণের তাৎপর্য অন্তরে উপলব্ধির ব্যাপার। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দশবার দরূদ পাঠান।" তাহলে বুঝা গেল যে, রাসূল (সাঃ)-এর উপর যদি "রহমত, বরকত ও শান্তি" নাযিলের জন্য আমরা একবার মাত্র দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর দশবার রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করেন। আল্লাহর পরম মাহবুবের প্রতি যে মহব্বতের সাথে দরূদ পেশ করে আল্লাহ্ কি তাকে ভাল না বেসে পারেন ? আপনার স্নেহের শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে আদুরে ভাষায় যদি কিশোরী কাজের মেয়েটি আপনাকে বলে "ঈদে কিন্তু খোকাকে খুব সুন্দর পোশাক দিতে হবে," তাহলে কি ঐ মেয়েটিকে ভাল পোশাক না দিয়ে পারবেন ?

এখন প্রশ্ন হলো যে, কোন্ ভাষায় দরূদ পেশ করলে আল্লাহ্ পাক বেশী খুশী হন ? সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি দরূদের ভাষা শিখিয়ে দিলেন। রাসূল (সাঃ) নিজেও নামাযে দরূদ পড়েছেন। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং নামাযে যে দরূদ পড়েছেন এর চেয়ে সুন্দর দরূদ আর কে রচনা করতে পারে ? হাদীস শরীফে রাসূল (সাঃ)-এর শেখানো যে কয় রকম দরূদ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা" দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং শেষ দিকে "কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম" বাক্যটি যোগ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি দরূদেই "সাল্লি, বারিক ও সাল্লিম" শব্দ তিনটির একটা, দুটো বা তিনটিই পাওয়া যায়। এ শব্দ তিনটির অর্থ হলো ঃ "রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন।"

রাসূল (সাঃ)-এর শেখানো বিভিন্ন দরূদে যেসব শব্দ হাদীসে আছে তা ব্যবহার করে যদি একটি পূর্ণাংগ দরূদ রচনা করা হয় তাহলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِيْنَ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ - اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"হে আল্লাহ রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন আমাদের মহান নেতা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যিনি উম্মী নবী, আর তাঁর নেক উম্মত, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর বিবিগণ যারা মু'মিনদের মা, তাঁর বংশধরগণ ও তাঁর আহলি বাইত (পরিবারবর্গ)-এর উপর ; যেমন আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তার নেক উম্মতের উপর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্রশংসিত ও মর্যাদাবান।"

আমাদের দেশে মিলাদ মাহফিলে প্রায় দেখা যায় সমবেতভাবে দরূদ পড়ার সময় কখনো কখনো আল্লাহুম্মা দিয়ে শুরু না করে "সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" বলা হয়। এভাবে বললে আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন করা হয় না। আল্লাহুম্মা বললে "হে আল্লাহ" বলে সম্বোধন করা হয়। ঐভাবে বললে অর্থ দাঁড়ায় ঃ "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর রহমত হোক, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এ ধরনের পরোক্ষ দোয়া হাদীসে আছে বলে আমার জানা নেই।

দোয়া শেষ করার আগে

দোয়া ও দরূদ শেষে এসব যাতে কবুল করা হয় সে জন্যও আবেদন করা যায় ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুন ও জান। আর আমাদের তাওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।"

দোয়ার শেষ বাক্য

বিভিন্নভাবেই দোয়ার বাক্য সমাপ্ত করা যেতে পারে। সমাপনী বাক্য হিসাবে কুরআন পাকের নিম্ন তিনটি আয়াত চমৎকার ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"হে রাসূল! আপনার রব ইয্যতের মালিক এবং ঐসব কথা থেকে পবিত্র যা লোকেরা তার সম্বন্ধে বলে। আর রাসূলগণের উপর সালাম এবং সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্যই।"

–সূরা আস-সাফ্‌ফাত আয়াত ঃ ১৮০ থেকে ১৮২।

দোয়ার সর্বশেষে আরও একটি বাক্য যোগ করা যায় ঃ

وَاجْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"হে আল্লাহ মওতের সময় আমাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার তাওফীক দিও।" আমীন।

নামাযের মধ্যে দোয়া

রাসূল (সাঃ) হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং সকল অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে যখন যা দরকার চাইতে থাকতেন। তাই সব অবস্থার উপযোগী চমৎকার দোয়া হাদীসে পাওয়া যায়। তা থেকে এখানে শুধু তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযের বিভিন্ন অংশে এবং ফরয নামাযের পর যেসব দোয়া করতেন তা থেকে মাত্র কয়েকটি বাছাই করে এখানে পেশ করছি। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যার দোয়াগুলো থেকেও কিছু এখানে উল্লেখ করছি। সবশেষে শোবার সময়ের দোয়ার কথা রয়েছে।

তাকবীর তাহরীমের পর

আল্লাহু আকবার বলে নামাযের শুরুতে হাত বেঁধে দাঁড়ান অবস্থায় কিরাআতের পূর্বে বিভিন্ন দোয়া রাসূল (সাঃ) পড়তেন। এর মধ্যে তিনটি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

(١) ١ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

ـ الانعام : ٧٩، ١٦٢

১। "আসমান ও যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার দিকে আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরালাম ও মনোযোগ দিলাম। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিশ্চয় আমার নামায, কুরবানী, হায়াত ও মওত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এ রকমই আদেশ করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৯ ও ১৬২

(٢) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ

---

১. কুরআনে اِنِّيْ শব্দ আছে। কিন্তু মুসলিম-কিতাবুল মুসাফিরিন ২০১, ২০২ এবং তিরমিযী-কির্তাবুদ দাওয়াত ৩৪২১ হাদীস থেকে জানা যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে وَجَّهْتُ থেকে পড়েছেন اِنِّيْ শব্দটি পড়েননি।

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

২। "হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি। আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।"

(٣) اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَامَنْجَأَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ اِلاَّ اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে হাযির হয়ে গেছি। তোমার মহান দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হলো। সব কল্যাণ তোমারই হাতে আছে। কোন মন্দই তোমার প্রতি আরোপ করা যায় না। তুমি যাকে হেদায়াত কর সে-ই হেদায়াত পায়। আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি। তোমার কাছেই যাব। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তোমারই কাছে ধরণা দিতে হবে। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়ই নেই তুমি বরকতওয়ালা ও মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।"

তাকবীর তাহরীমের পর "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" আমরা সবাই পড়ি। এটাও হাদীসে আছে। এরপর ঐ তিনটির মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছা পড়া যেতে পারে।

রুকূ' সিজদায়

তাহাজ্জুদে বেশী সময় রুকূ' ও সিজদায় ব্যয় করার সুযোগ থাকায় রাসূল (সাঃ)-এর কিছুটা অনুকরণ করা সম্ভব। রুকূ' ও সিজদায় তাসবীহ অনেকবার পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বোধ সৃষ্টি হয়। তাসবীহতে 'আমার রব' কথাটি আবেগ সৃষ্টির সহায়ক। রাব্বুল আলামীনকে 'আমার রব' বলা শিক্ষা দিয়ে ঘনিষ্ঠতাবোধ করারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক সময় পর্যন্ত

তাসবীহ পড়ার সময় বেজোড় সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য প্রতি দু'বার পড়ার পর থামার অভ্যাস করা দরকার। শেষ তাসবীহ একবার পড়তে হবে। শেষ তাসবীহর সাথে এটুকু যোগ করার কথা রয়েছে ঃ

وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ -

"আল্লাহর প্রশংসা সহকারে এবং তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তিনি যত পছন্দ করেন সে পরিমাণ, আরশের ওজন পরিমাণ ও তার কালাম লেখার কালির পরিমাণ।"

একথাগুলোর মর্ম হলো এই যে, আমি কতবার আর তাসবীহ করার ক্ষমতা রাখি। আমার পড়া তাসবীহ যেন এত এত পরিমাণ গণ্য হয়।

রুকূ' ও সিজদায় তাসবীহের শেষে রাসূল (সাঃ) আরও পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

"হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ করছি। হে পাক পবিত্র এবং সকল ফেরেশতা ও জিবরাইলের রব, আমাকে মাফ কর।"

রুকূ'তে খাস দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ -

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ' দিয়েছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আমার মগজ, হাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়াবনত হয়েছে।"

রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে

(١) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

১। "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা। এ প্রশংসায় কল্যাণ হোক, বরকত হোক।"

(٢) اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىْ لِمَا مَنَعْتَ لاَيَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

২। "হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর তুমি যাতে বাধা দাও তা কেউ দিতে পারে না। সম্পদের মালিক হলেই লাভবান হয় না। সম্পদ তোমারই দান। (তোমার ইচ্ছা ছাড়া সম্পদ উপকারে আসে না)।"

সিজদায় খাস দোয়া

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যাও। তাই সিজদায় বেশী করে দোয়া কর।

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমারই উপর ঈমান এনেছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা তার জন্যই সিজদা করেছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব আল্লাহ বরকতময়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।"

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلاَنِيَّتَهٗ وَسِرَّهٗ ـ

"হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ কর—ছোট ও বড় গুনাহ, আগের ও পরের গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۔

"আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ্ করছি। আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি ও তার নিকট তাওবা করছি।"

রাসূল (সাঃ) সিজদায় বেশী করে দোয়া করতে বলেছেন। তাই এসব খাস দোয়া ছাড়াও হাদীসের যে কোনো দোয়াই সিজদায় পড়া যেতে পারে। সিজদায় কুরআনের দোয়া পড়া হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

দু' সিজদার মাঝে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَارْزُقْنِىْ ۔

"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত কর, আমাকে সুস্থ রাখ, আমাকে ক্ষতি পূরণ দাও, আমাকে উন্নত কর ও আমাকে রিয্ক দাও।"

সালাম ফিরাবার পূর্বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ۔

"হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ কর, যা আগে করেছি ও যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, যেখানে সীমালংঘন করেছি এবং যা আমার জানা না থাকলেও তুমি জান সবই মাফ কর। তুমি আগেও ছিলে, পরেও থাকবে। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে এবং দাজ্জাল এবং হায়াত ও মওতের ফিতনা থেকে।"

اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْیُ مُحَمَّدٍ ﷺ ـ

"সবচেয়ে ভাল ও সুন্দর কথা হল আল্লাহর কালাম আর সবচেয়ে ভাল ও সুন্দর পথ হল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পথ।"

সালাম ফিরাবার পর

প্রথমে اَسْتَغْفِرُ اَللّٰهَ একবার এবং তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرْ

(١) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

১। "আল্লাহ বড়, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ, তুমিই শান্তি, তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় ও মহান।"

(٢) لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَاَيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

২। "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা সবই তাঁর। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সব কল্যাণ। সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।"

৩। এখানে ঐ দোয়া যা রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে পড়ার ২ নম্বরে আছে।

৪। এখানে ঐ দোয়া যা আমলের দোয়ার ১ ও ২ নম্বরে আছে।

৫। এখানে ঐ দোয়া যা ইলতিমাসের ২ নম্বরে আছে।

এ কয়টি দোয়া এত জামে' (ব্যাপক অর্থবোধক) ও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক নামাযের পর তা পেশ করা হলে সবকিছুই চাওয়া হয়ে যায়। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য খাস সময়ের একটি হলো নামাযের পর।

সকাল ও সন্ধ্যায়

কয়েকটি দোয়া সকাল ও সন্ধ্যায় একই রকম বলে এখানে তা প্রথম উল্লেখ করছি ঃ

১। নামাযে সালাম ফেরাবার পরের ২ নম্বর

(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

২। "ঐ আল্লাহর নামে শুরু করছি যার নামের সাথে আসমান ও যমীনের কোন জিনিস কোন ক্ষতি করতে পারে না। (৩ বার)

(٣) رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا نَّبِيًّا -

৩। "আমি খুশী মনে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে রাসূল ও নবী হিসাবে মেনে নিয়েছি।" (৩ বার)

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ - اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ -

৪। "হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার আবদার জানাই। আরও চাই আসানী ও করুণা এবং সুযোগ সুবিধা—

আমার দ্বীনী ব্যাপারে, দুনিয়ার জীবনে, আমার পরিবার ও আমার মালে। হে আল্লাহ আমার সব গোপনীয় বিষয় তুমি ঢেকে রাখ এবং সবরকম আশংকার বিষয় থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।"

(٥) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

৫। "হে আল্লাহ! আমার শরীর সুস্থ রাখ, আমার শ্রবণশক্তি সুস্থ রাখ, আমার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ রাখ। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"(৩ বার)

সকালের জন্য অতিরিক্ত

(١) اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

১। "হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সকাল বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সন্ধ্যাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই মরি। তোমারই কাছে ফিরে যেতে হবে।"

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

২। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা এবং দেনার বোঝা ও মানুষের দাপট থেকে।"

সন্ধ্যার জন্য অতিরিক্ত

(١) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

১। "আল্লাহর শেখান পরিপূর্ণ দোয়া কালাম দ্বারা গোটা সৃষ্টির ক্ষতি থেকে পানাহ চাই।"

(٢) اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْىٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

২। "হে আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে সন্ধ্যা বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সকাল বেলাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই মরি। কবর থেকে উঠে তোমারই কাছে যেতে হবে।"

শোবার সময়

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَنَا وَكَفَنَا وَاوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لاَكَافِىَ لَهٗ وَلاَ مُؤْوِىَ ـ

(শোবার পর এ দোয়া শুকরিয়া আদায়ের জন্য)

১। "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন ও আমাদেরকে আশ্রয়ের জায়গা দিলেন। কত এমন লোক আছে যার প্রয়োজন পূরণের কেউ নেই এবং যার কোন আশ্রয়ের জায়গাও নেই।"

(٢) بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ ـ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

(ডান কাতে শুয়ে ডান হাত গালের নীচে রেখে এ দোয়া)

২। "হে আমার রব! তোমার নাম নিয়েই আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখলাম। আবার তোমার নাম নিয়েই তাকে উঠাব। এ অবস্থায় যদি আমার জানকে তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দাও) তবে এর উপরে রহম কর। আর যদি ফেরত পাঠাও তাহলে এর হেফাযত কর যেমন তোমার নেক বান্দাদের বেলায় করে থাক।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ ـ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ

وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ـ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

৩। "হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার চেহারাকে তোমার দিকে রুজু করলাম। আমার সব ব্যাপারের ভার তোমার উপরই দিলাম। আমার সত্তাকে তোমার আশ্রয়ে রাখলাম। আগ্রহ ও আশংকা নিয়েই তোমার দিকে এসেছি। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে হলেও তোমারই কাছে ধরণা দিতে হয়। তোমার কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়ও নেই। যে কিতাব তুমি নাযিল করেছ তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী তুমি পাঠিয়েছ তার উপরও ঈমান এনেছি।"

৪। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

৫। আয়াতুল কুরসি।

(٦) اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ ـ

৬। "হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই মরি ও বাঁচি।"

অবসর সময়ে

যখন মন অবসর থাকে তখন তাকে কর্মব্যস্ত রাখার জন্য মুখে নিম্নের যে কোন যিক্‌র মনের দিকে খেয়াল রেখে মুখে চালু করলে বাজে চিন্তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সবসময় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ রাখার এটাই সহজ উপায়।

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ ـ

(٢) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

(٣) لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

তাছাড়া দরূদ পড়তে থাকা যায়। কুরআনের যেসব অংশ মুখস্ত আছে তা গুনগুনিয়ে আবৃত্তি করা যায়। মোটকথা হলো মনটাকে সবসময় কাজ

দিতে হবে। যদি সচেতনভাবে তাকে ব্যস্ত না রাখা হয় তাহলে যখনই সে অবসর পাবে তখনই ইবলীস তাকে কাজ দেবে। মন বিনা কাজে থাকতে পারে না। তাকে কাজ না দিলে শয়তানের বেগার খাটতে বাধ্য হবে।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময়

আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাঁর বান্দাহর দোয়া শুনেন কবুল করতে পারেন। বান্দাহ তো যখনই যে দোয়া করার প্রয়োজন বোধ করে তখনই মনিবকে ডাকে ও তাঁর কাছে যা ইচ্ছা করে তা-ই চায়।

তবে রাসূল (সাঃ) দোয়া কবুলের জন্য বিশেষ কতক দিন ও সময় জানিয়ে দিয়েছেন যাতে আল্লাহর বান্দাহরা ঐসব দিন ও সময়কে অবহেলা না করে, বরং বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ বিশেষ সুযোগকে ব্যবহার করে দয়াময় প্রভুর দুয়ারে ধরণা দেয়।

১। আরাফার দিন।

২। রমাদান মাস।

৩। লাইলাতুল কদর।

৪। রোযাদার অবস্থায়, বিশেষ করে ইফতার করার পূর্বক্ষণে।

৫। জুমুআর দিন।

৬। রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

৭। আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়।

৮। সিজদারত অবস্থায়।

৯। ফরয নামাযের পর।

১০। কুরআন খতম করার পর।

১১। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময়।

আনাস বিন মালেকের শিখানো মহান দোয়া

আবদুল্লাহ বিন আবান সাকাফী (রাঃ) বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর খোঁজে আমাকে পাঠালেন। আমার ধারণা হয়েছিল হয়তো তিনি নিজেকে গোপন করবেন। আমি আমার ঘোড়া নিয়ে

পায়ে হেটে আসলাম, তাঁকে তার বাড়ীর দরজায় দুপা বাড়িয়ে দিয়ে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁকে বললাম আমীরের ডাকে সাড়া দিন। তিনি বললেন কোন্ আমীর ? বললাম আবু মুহাম্মাদ হাজ্জাজ। তখন তিনি নির্বিঘ্নে বললেন, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত কাউকে দেখি না। কারণ সে-ই সম্মানিত যে আল্লাহর আনুগত্য করে সম্মান পেয়েছে। আর লাঞ্ছিত সে-ই যে আল্লাহর নাফরমানি করে লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার সেই সংগী জুলুম করেছে ও সীমালংঘন করেছে, বাড়াবাড়ি করেছে এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ করেছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তার বিচার করবেন।

আমি তাঁকে বললাম, কথা সংক্ষেপ করুন এবং আমীরের ডাকে সাড়া দিন। তিনি আমাদের সাথে রওয়ানা হলেন এবং হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁকে হাজ্জাজ বললো আপনি আনাস বিন মালেক ? তিনি বললেন, হাঁ। আমীর বললেন ঃ আপনি আমাদের জন্য বদদোয়া করেন ও গালি দেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হাজ্জাজ বললেন ঃ তবে কেন ? তিনি বললেন ঃ কারণ তুমি তোমার রবের নাফরমান, তোমার নবীর সুন্নাতের মুখালেফ এবং আল্লাহর দুশমনদের সম্মান করো ও আল্লাহর ওলিদের লাঞ্ছিত করো। হাজ্জাজ বললো ঃ আপনি জানেন আপনাকে কী শাস্তি দিতে চাই ? তিনি বললেন ঃ না।

হাজ্জাজ বললো ঃ আপনাকে নিকৃষ্ট পন্থায় হত্যা করতে চাই। আনাস (রাঃ) বললেন ঃ যদি আমি জানতাম এটা তোমার হাতে তবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমার ইবাদাতে লিপ্ত হতাম।

হাজ্জাজ বললো ঃ এটা কেন ?

তিনি বললেন ঃ কারণ রাসূল (স) আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সকালে এ দোয়া পড়বে কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" আজকের সকালে আমি তা আমল করেছি।

হাজ্জাজ বললো ঃ আমাকে সেটা শিক্ষা দিন।

হযরত আনাস বললেন ঃ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যতদিন তুমি জীবিত আছ ততদিন কাউকে আমি তা শিক্ষা দেব না। হাজ্জাজ বললো ঃ তাকে ছেড়ে দাও।

রক্ষি বললো ঃ আমরা তাঁর খোঁজে এতদিন অতিবাহিত করেছি এবং আজকে গ্রেফতার করে এনেছি। অতএব কিভাবে তাঁকে ছেড়ে দেই ?

হাজ্জাজ বললো ঃ আমি তাঁর কাঁধে হা করা অবস্থায় দু'টো সিংহ দেখেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভাইদেরকে দোয়াটি শিখিয়েছিলেন, দোয়াটি এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ اَذًى، بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِى، بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِى، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِى، وَبِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ، وَبِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِمَّا اَخَافُ وَاُحْذِرُ، اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ، وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَشَيْطَانٍ مَّرِيْدٌ، وَمِنْ شَرِّ قَضَاءِ السُّوْءِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٌ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম। বিসমিল্লাহি খাইরিল আসমা। বিসমিল্লাহ যার নাম নিলে কোনো অনিষ্টকারী ক্ষতি করতে পারে না। বিসমিল্লাহ যিনি কাফি। বিসমিল্লাহ যিনি নিরাপদে রাখেন। বিসমিল্লাহ যার নাম নেয়ার কারণে যমীনে ও আসমানে কোনো জিনিস কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনিই সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

বিসমিল্লাহ আমি এবং আমার দীনের হেফাজত চাচ্ছি, বিসমিল্লাহ আমার পরিবার ও মালের হেফাজত চাচ্ছি, বিসমিল্লাহ সবকিছুর হেফাজত চাচ্ছি যা আমার রব আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার ... আল্লাহু আকবার ... আল্লাহু আকবার ... আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যাকে আমি ভয় করি ও যা আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তা থেকে। আল্লাহ আমার রব, তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করি না। আপনার প্রতিবেশীরা সম্মানীত হোক। আপনার গুণ মহিমান্বিত হোক, আপনার নামসমূহ পবিত্র হোক। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক

শক্তিধর ও জেদী লোকের অকল্যাণ থেকে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে, মন্দ ফায়সালার অনিষ্ট থেকে, প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে যার সত্তা আপনার হাতের মুঠোয় রয়েছে। আমার রব সত্যই সরল পথে রয়েছেন।"

শেষ কথা

দোয়ার এ বিরাট সংকলন দেখে ঘাবড়াবার কিছু নেই। হঠাৎ করে কয়েক দিনের মধ্যে শেখার ব্যাপারও নয়। এটা একটু দীর্ঘ সাধনার বিষয়। সপ্তাহে মাত্র একটি করে শিখলেও এক বছরে সব দোয়া মুখস্ত হতে পারে।

আমার মতো জেলে আসবার সুযোগ পেলে অতি সহজে সব দোয়া মুখস্ত করা ও প্রেকটিস করা সম্ভব হতো। এ সুযোগ পাওয়া তো কারো ইখতিয়ারে নেই। তাই আমি পরামর্শ দিতে চাই যে, রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফে বসলে এ সুযোগ পাওয়া যাবে। এতেকাফ মানে মসজিদে নিজকে আটক করে রাখা। ওটাও এক রকম জেলই, তবে তা নিজের ইচ্ছায়।

যেহেতু এতেকাফে বিভিন্ন রকম ইবাদাতের জন্য সময় খরচ করতে হয় সেহেতু এক এতেকাফে যদি সব দোয়া আয়ত্বে না আসে তাহলে পরবর্তী রমযানে আবার করা যেতে পারে।

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দুয়ারে ধরণা দিতে থাকলে রাব্বুল আলামীনের সাথে যে ঘনিষ্ঠতা বোধ সৃষ্টি হয় এর চাইতে বড় সম্পদ আর কিছুই হতে পারে না। এ সম্পদ মনের আর সব অভাববোধকেই দূর করে দেয়। অভাববোধ থেকেই দুঃখবোধ হয়। দুঃখবোধ দূর হলেই মনে শান্তি বোধ হয়।

দোয়া তো আসলে আবেগময় যিক্‌র। আল্লাহর যিক্‌রের মধ্যে মনের প্রশান্তি নির্ভর করে।–সূরা আর রা'দ ঃ ২৮

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

"জেনে রাখ একমাত্র আল্লাহর যিক্‌র দ্বারাই কালব প্রশান্তি লাভ করে।" দুনিয়ার জীবনে এতমিনানে কালবের চেয়ে বড় কোন সম্পদ আছে কি ?

সমাপ্ত

আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

আল কুরআনের সহজ অনুবাদ (সূরা ফাতিহা-সূরা তাওবা)
ইকামাতে দ্বীন
নবী জীবনের আদর্শ
যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
আদম সৃষ্টির হাকীকত
ছাত্রী সার্কেল
কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪দফা কর্মসূচী
আমার বাংলাদেশ
চিন্তাধারা
মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
Establishment of Deen Islam
Jama'at-e-Islami Ideology and Movement